তারিখ .16 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ..৫.. কলাম ..৩..

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীর নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায় শিক্ষক

প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় নানান ঘটনা-দুর্ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু সংকট উপস্থিত হইয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম এক সংকট। অন্যদিকে প্রায় শতভাগ পাস এবং এ-প্লাসের বিস্ফোরণ আমাদের স্বস্তি দিতে পারিতেছে না। কারণ আমরা বুঝিতে সক্ষম যে শিক্ষায় সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, কিন্তু গুণগত মানের এমন কোনো উল্লম্ফন ঘটে নাই যে সকলেই পাস করিবে এবং বেশিরভাগই জিপিএ ফাইভ পাইবে। শিক্ষার মানের প্রশ্নটি অধিক স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন আমরা দেখি যে জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট অংশই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি পরীক্ষায় এমনকি পাসও করিতে পারে না। পাশাপাশি শিক্ষাখাতের পুরাতন ব্যাধি নকলও থামিয়া নাই। কুমিল্লার মুরাদনগরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নকলে সহযোগিতার অভিযোগ উঠিয়াছে। ইত্তেফাকের প্রতিবেদন হইতে জানা গিয়াছে, মুরাদনগর উপজেলায় ১৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১২টি কেন্দ্রে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), চারটি কেন্দ্রে জেডিসি ও একটি কেন্দ্রে ভোকেশনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ওইসব পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার প্রথম দিন কিছু শিক্ষার্থী প্রকাশ্যে নকল করিলেও শিক্ষকদের একাংশ থাকেন দর্শকের ভূমিকায়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানাইয়াছেন, পরীক্ষা শুরু হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত দায়িত্বে অবহেলায় একজন কেন্দ্র সচিব ও ১৩ জন শিক্ষককে বহিষ্কারসহ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। আর নকল করিবার অভিযোগে সাত শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নকলে সহযোগিতার অভিযোগে পাঁচ শিক্ষককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।

শিক্ষক যদি নকলে সহযোগিতা করিয়া থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক আর কী-ই বা হইতে পারে? যাহাদের অসদুপায় রহিত করিবার জন্য দায়িত্বরত থাকিবার কথা, তাহারাই যদি অসদুপায়ে যুক্ত হইয়া পড়েন, তবে তাহা এক মর্মান্তিক ঘটনাই বটে! তবে আমাদের দেশে এইরূপ বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মুরাদনগরে নকলের ঘটনাটি জানা গিয়াছে, প্রশাসন ইহার ফলস্বরূপ কিছু শাস্তির বিধানও দিয়াছে। কিন্তু এই অপকর্মের কারণ কিছু জানা যায় নাই। সরকার জাতিসংঘের নিকট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি ইহার সহিত সম্পর্কযুক্তও বটে। এমডিজির সেই অর্জনের জন্য সরকার শতভাগ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিয়াছে, কিন্তু ইহার সবটুকুই স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কতকগুলো কৃত্রিম সূচক ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। সেইসকল কৃত্রিম সূচকের চাপে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের উত্তর বলিয়া দেওয়া, খাতায় যাহাই লিখুক না কেন-বেশি নম্বর প্রদান করিবার অলিখিত নির্দেশনা প্রদান, এমনকি আংশিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনাগুলি পর্যন্ত সাম্প্রতিক সময়ে একরকম প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করিবার পিছনে সাধারণভাবে আর্থিক দুর্নীতির একটি কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু এই ভাবনাও অমূলক নহে যে, কোনো কৃত্রিম সূচক এইখানে কার্যকর থাকিতে পারে। যেমন কোনো কোনো বেসরকারি বিদ্যালয়ের উপর এইরকম চাপ রহিয়াছে যে, সুনির্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষার্থী পাস করিতে না পারিলে ঐ বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্তি বাতিল হইয়া যাইতে পারে। মুরাদনগরে পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর নকলে শিক্ষকের সহযোগিতার পিছনে ইহাও এক কারণ হইতে পারে। ইত্তেফাকের প্রতিবেদনেও বলা হইয়াছে, বিদ্যালয়ের পাসের হার বাড়াইতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে নকল তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। যদি সত্যই সেইরকম হইয়া থাকে, তবে তাহা শিক্ষার উন্নয়ন নহে, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ধ্বংসই ডাকিয়া আনিবে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে কেবল, প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষণ ইহা হইতে অর্জিত হইবে না। তাই সরকারের নীতি হওয়া উচিত শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া।